ঢাকা কমার্স কলেজ

স্থানীয় এমপি'র হস্তক্ষেপে সুনাম হারানোর শঙ্কা

আসাদ জামান

স্ব-অর্থায়নে পরিচালিত সম্পূর্ণ রাজনীতিমুক্ত ঢাকা কমার্স কলেজের ম্যানেজিং কমিটির ওপর স্থানীয় এমপি'র অযাচিত হস্তক্ষেপের অভিযোগ উঠেছে। কোনো কারণ ছাড়াই কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এ এফ এম সরওয়ার কামালকে সরিয়ে সেখানে বসানো হয়েছে ড. শফিক আহ্‌মেদ সিদ্দিককে। এমপি'র এ অযাচিত হস্তক্ষেপে স্বনামধন্য ঢাকা কমার্স কলেজের সুনাম বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট মহল।

সূত্র জানায়, অল্পদিনে আলোচিত স্থানীয় এমপি মো. আসলামুল হক স্বনামধন্য এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার নোংরা খেলায় নেমেছেন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় অধিভুক্ত কলেজ/ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের গভর্নিং বডি সংশোধন বিধি ১৯৯৮ এর ৬ নং ধারার প্রদত্ত ক্ষমতা বলে এমপি আসলামুল হক বর্তমান পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও কলেজের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এ এফ এম সরওয়ার কামালকে সরিয়ে কলেজ পরিচালনা কমিটির অপর সদস্য ড. শফিক আহ্‌মেদ সিদ্দিককে সভাপতি পদে বসানোর জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব পাঠান। এ প্রস্তাবের ভিত্তিতে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র আদেশক্রমে কলেজ পরিদর্শক (ভারপ্রাপ্ত) ড. মো. আনোয়ার হোসেন গত ১০ জুন অধ্যক্ষ বরাবর এক চিঠিতে বর্তমান ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি এ এফ এম সরওয়ার কামালের মনোনয়ন বাতিল করে সেখানে ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিককে সভাপতি পদে বসানোর নির্দেশ দেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রমতে, এমপি আসলামুল হক জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি'র কাছে এমন প্রস্তাবও করেন যে, ড. শফিক আহ্‌মেদ সিদ্দিক যদি সভাপতি হতে না চান, তাহলে তাকেই যেন সভাপতি করা হয়। উল্লেখ্য, ড. শফিক আহ্‌মেদ সিদ্দিক বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ রেহানার স্বামী। সুচতুর আসলামুল হক তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে শফিক আহমেদ সিদ্দিকের ঘাড়ে সওয়ার হয়েছেন বলে কলেজ সংশ্লিষ্টরা অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

একাধিক সূত্র জানায়, এ এফ এম সরওয়ার কামাল এবং ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক উভয়ই ঢাকা কমার্স কলেজের জন্য নিবেদিতপ্রাণ। কিন্তু স্থানীয় এমপি মো. আসলামুল হক যেটা করলেন তা শিষ্টাচার বহির্ভূত কাজ। সুতরাং এ কাজটিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিও মন থেকে সমর্থন করতে পারেননি। তাই দায় এড়াতে অধ্যক্ষের কাছে পাঠানো চিঠিতে ভিসি সূত্র হিসেবে স্থানীয় এমপি'র প্রস্তাবনাকে উল্লেখ করেছেন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ২০০৭-২০১০ মেয়াদের জন্য মনোনীত কলেজ পরিচালনা পরিষদের সভাপতি এ এফ এম সরওয়ার কামালকে সরিয়ে দেয়ার বিষয়টিকে অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ হিসেবেই বিবেচনা করছেন সংশ্লিষ্ট মহল। তারা মনে করছেন, কলেজটির প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ পর্যন্ত যে ক'জন নিবেদিতপ্রাণ অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে কলেজটিকে আজকের এ অবস্থানে নিয়ে এসেছেন- তাদের মধ্যে এ এফ এম সরওয়ার কামাল অন্যতম। সুতরাং তাকে সরিয়ে দেয়ার আগে তার সাথে ন্যূনতম সৌজন্যবোধটা প্রদর্শন করা দরকার ছিল।

জানা গেছে, রাজনীতি ও ধূমপানমুক্ত পরিবেশে বাণিজ্য বিষয়ক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক শিক্ষার সমন্বয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ঢাকা কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী'র সহযোগিতায় ১৯৮৯ সালের ১ আগস্ট প্রতিষ্ঠা করেন ঢাকা কমার্স কলেজ। বর্তমান সভাপতি এ এফ এম সরওয়ার কামাল প্রতিষ্ঠা সদস্য হিসেবে কলেজের জন্মলগ্ন থেকেই বিভিন্ন পদে দায়িত্ব পালন করে আসছিলেন। সর্বশেষ তিনি ২০০৭ সালের জুন থেকে ২০১০ সালের জুন পর্যন্ত ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান মনোনীত হন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও নির্ধারিত মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই তাকে সরিয়ে দেয়ার এ সিদ্ধান্তে কার্যত থ বনে গেছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। তারা মনে করছেন, একজন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যকে এভাবে সরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হতে থাকলে কলেজের ওপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের বিষয়টি উলঙ্গভাবে প্রকাশ পাবে। আর এ ধারা অব্যাহত থাকলে কলেজের অর্জিত গৌরব ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

মাত্র ৯৮ জন ছাত্র নিয়ে ঢাকার লালমাটিয়ায় কিং খালেদ ইনস্টিটিউটে ঢাকা কমার্স কলেজের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৯০ সালে ধানমন্ডির একটি ভাড়া বাড়িতে কলেজ ক্যাম্পাস স্থানান্তরিত হয়। ১৯৯৩ সালে ঢাকার মিরপুরে জমি বরাদ্দ পেলে ১৯৯৫ সালে ঢাকা কমার্স কলেজ মিরপুরে নিজস্ব ঠিকানায় কার্যক্রম শুরু করে।

সূত্র জানায়, ২০ বছর আগে প্রতিষ্ঠিত কলেজটির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির ভাগিদার হতে সব সরকারের আমলেই রাজনীতিবিদরা নিজেদেরকে কলেজের সাথে সম্পৃক্ত রেখে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চেয়েছে। তারা এটাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের অপচেষ্টাও চালিয়েছে। কিন্তু পরিচালনা কমিটির যোগ্য নেতৃত্ব এ অযাচিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে কলেজটিকে রক্ষা করেছে। ঢাকা কমার্স কলেজের আজকের যে অবস্থান তা রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকার কারণেই সম্ভব হয়েছে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্ট মহল।

এছাড়াও কোনো দিন যাতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কলেজের অর্জিত সুনাম নষ্ট করতে না পারে সে জন্য কলেজের ফাউন্ডার মেম্বররা সরকারি কোনো অনুদান না নেয়ার অঙ্গীকার করেন। তাদের এই অঙ্গীকার রক্ষার্থে জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে কোনো অনুদান নেয়া হয়নি। এর পরও কলেজের ওপর স্থানীয় এমপি'র এ ধরনের অযাচিত হস্তক্ষেপ এর অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করবে বলে

সংশয় প্রকাশ করছেন অনেকে।
জানা গেছে, চার দলীয় জোট সরকারের আমলে স্থানীয় এমপি এস এ খালেক ঢাকা কমার্স কলেজের গভর্নিং বডির চেয়ারম্যান হওয়ার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনেক দৌড়-ঝাঁপ করেছিলেন। কিন্তু তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী একাডেমিক শিক্ষা না থাকার কারণে এস এ খালেকের এ প্রস্তাব মেনে নেননি। বর্তমান এমপি মো. আসলামুল হক একই রকম শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ম্যানেজিং কমিটির চেয়ারম্যান হবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু সংশ্লিষ্ট মহল সেটা মেনে নিতে পারছেন না।
সূত্র জানায়, এবছর অনার্স-মাস্টার্সে ছাত্র ভর্তির সময় কলেজের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে ছাত্রদের ভর্তি করার জন্য এমপি আসলামুল হক কলেজ কর্তৃপক্ষের ওপর চাপ সৃষ্টি করেন। কলেজের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য তার এই অযাচিত হস্তক্ষেপ স্বনামধন্য এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিশ বছরের ইতিহাসে সবচে' ন্যক্কারজনক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
সূত্র জানায়, মো. আসলামুল হক সাংসদ নির্বাচিত হবার পর থেকে নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে ইতিমধ্যে আলোচনায় উঠে এসেছেন। প্রায়ই পত্র-পত্রিকার শিরোনাম হচ্ছেন তিনি। ইতিমধ্যে তিনি গাবতলী বাস টার্মিনাল, মিরপুর মাজার, খাসজমি দখল করে আলোচনায় এসেছেন। এছাড়া সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর মো. আসলামুল হক জোরপূর্বক গাবতলী বাস টার্মিনাল দখল করে নেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার আগে ইজারাদার ছিলেন মো. আমানুল্লাহ। তার মাধ্যমে ডিসিসি টোল আদায় করত। গত মার্চে আমানুল্লাহ'র কাছ থেকে মো. আসলামুল হকের বড় ভাই মফিজুল হক বেবু টার্মিনালের দখল নিয়ে নেন। এরপর সুচতুর আসলামুল হক প্রভাব খাটিয়ে বেবুর কর্মচারী মো. জসিমের নামে টার্মিনালের ইজারা নেন।
অভিযোগ উঠেছে, মিরপুর বড় বাজার এলাকার বেশ কিছু খাস জমি এমপি'র সাঙ্গ-পাঙ্গরা দখল করে নিয়েছে। জানা যায়, খাস জমি উদ্ধারের নামে এমপি এই দখল তৎপরতা চালান। তার এই দখল তৎপরতায় ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের লোকজনের বৈধ জমিও রক্ষা পায়নি।
সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, মিরপুর শাহ আলী (রহ.) মাজার ওয়াকফ এস্টেটের পরিচালনা কমিটির উপদেষ্টার পদটিও দখল করেছেন এমপি আসলামুল হক। কমিটির অন্যান্য পদেও তার আত্মীয়-স্বজন ও আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের ঢোকানো হয়েছে। নিয়মের বাইরে গিয়ে ২৭ সদস্য'র কমিটিকে ৩২ সদস্য বিশিষ্ট করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় এমপি মো. আসলামুল হক ঢাকা কমার্স কলেজের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা কতিপয় সুবিধালোভী শিক্ষকদের যোগসাজশে কলেজের নিয়ন্ত্রণ নেয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। অবশেষে কোনো ফাঁক-ফোকর না পেয়ে সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের নামে ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি পদটির দিকে হাত বাড়ান। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী'র ভগ্নিপতি ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক গভর্নিং বডির সদস্য থাকায় তিনি সভাপতি হতে পারবেন না জেনে ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিককে সভাপতি করার প্রস্তাব পাঠান জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। বিষয়টি নিয়ে এমপি আসলামুল হকের সাথে কথা বলার জন্য সংসদ সচিবালয় থেকে প্রাপ্ত তার এই ০১৬৭০-৩৩৩২২২ নম্বরে একাধিকবার কল করলেও তিনি রিসিভ করেননি।
সূত্র জানায়, গত চারদলীয় জোট সরকারের আমলে রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতার কথা বিবেচনা করে ঢাকা কমার্স কলেজের পরিচালনা পরিষদের তৎকালীন সভাপতি ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিককে তার নির্ধারিত মেয়াদের ২ বছর বাকি থাকতেই সরিয়ে দেয়া হয়। বর্তমান সভাপতির ক্ষেত্রেও এমনটি ঘটছে কিনা? এ প্রশ্নের উত্তরে ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক শীর্ষ কাগজকে বলেন, আমি তেমনটি মনে করি না। আর তৎকালীন সরকার আমাকে সরিয়ে দেয়নি। আমি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলাম না। কিন্তু যখন দেখলাম আমার একটা রাজনৈতিক পরিচয় আছে তখন ভাবলাম এ সরকারের আমলে কাজ করা আমার পক্ষে কঠিন হবে। তাই আমি স্বেচ্ছায় পদটা ছেড়ে দিয়েছিলাম। আমি যেহেতু পদটা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছিলাম হয়তোবা সে কারণেই বর্তমান সরকার আমাকে আবার পূর্বের জায়গায় বসাতে চাচ্ছে। তাছাড়া সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে অনির্বাচিত সরকারের আমলে যে সব কমিটি হয়েছে সেগুলো ভেঙে দেয়া হবে। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত সরকারের। এ ক্ষেত্রে স্থানীয় এমপিকে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব পাঠাবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সে জন্যে তিনি হয়তো আমার নামটা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রস্তাব করেছেন। একজন মনোনীত সভাপতির বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই এভাবে সরিয়ে দেয়া শোভনীয় কি না? এ প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আমি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসিকে অনুরোধ করেছিলাম, বর্তমান সভাপতিকে যেন মেয়াদ পূর্ণ করতে দেয়া হয়। কারণ, তিনি কলেজের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে একজন। কলেজের জন্য তিনি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। কিন্তু ভিসি সাহেব বললেন, আমাকে সরকারের নির্দেশ পালন করতে হবে।
ঢাকা কমার্স কলেজের অধ্যক্ষ কাজী মো. নুরুল ইসলাম ফারুকী শীর্ষ কাগজকে বলেন, গত বিশ বছর ধরে সরওয়ার কামাল সাহেবদের মতো বেশ ক'জন শিক্ষানুরাগী নিয়ে কলেজটিকে এখানে এনেছি। ড. শফিক আহমেদ সাহেবও খুব ভালো লোক। উনি এর আগেও সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে সরওয়ার কামাল সাহেবের মনোনয়ন বাতিলের বিষয়টি এভাবে না হয়ে এর চে' ভালোভাবে হতে পারতো। দায়িত্বে যেই থাকুক আমরা সবাই মিলেমিশে কাজ করব। কলেজের সার্বিক কল্যাণই আমাদের কাম্য। কোনো রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যেন আমাদের এত দিনের অর্জনকে ম্লান করতে না পারে আল্লাহ'র কাছে সেই প্রার্থনাই করছি।
এ এফ এম সরওয়ার কামাল এ প্রতিবেদককে বলেন, জন্মলগ্ন থেকেই ঢাকা কমার্স কলেজের সাথে সম্পৃক্ত আছি। কলেজের সার্বিক উন্নয়ন সাধনই আমার স্বপ্ন। এখানে পদ কোনো বড় কথা নয়। কিন্তু যেহেতু একটা পদে আমাকে বসানো হয়েছিল তিন বছরের জন্য সেহেতু মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার আগেই সেই পদ থেকে কোনো কারণ ছাড়াই অব্যাহতি দানের বিষয়টি আমাকে অবাক করেছে। অব্যাহতি প্রদানের চিঠি আমার হাতে পৌঁছানোর আগে বিষয়টি নিয়ে আমার সাথে কথা বলতে পারত কর্তৃপক্ষ। এখন যা ঘটছে সেটা ডিসেন্টওয়েতে ঘটছে বলে আমার মনে হচ্ছে না। কোনো প্রকার রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ কলেজের জন্য শুভ হবে না। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এ পর্যন্ত কলেজের যা অর্জন, অগ্রগতি তা ম্লান হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে।■

নানক-নাছিম বাহাস

যুব ও স্বেচ্ছাসেবক লীগে বিরোধ

সরকারি দল আওয়ামী লীগের দুই সহযোগী সংগঠন যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মধ্যকার সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। বিশেষ করে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসার পর এই দুই সহযোগী সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কে চিড় ধরেছে। যুবলীগ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক প্রতিমন্ত্রী এবং সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম সংসদের হুইপ হয়েছেন। এর বিপরীতে স্বেচ্ছাসেবক লীগ সভাপতি আফম বাহাউদ্দিন নাছিম ও সাধারণ সম্পাদক পংকজ দেবনাথ আজতক কোন সুযোগ-সুবিধা পাননি। এ নিয়ে দুই সংগঠনের মধ্যে বেশ কিছু দিন ধরে ঠাণ্ডা প্রতিযোগিতা চলে আসছে।
গত ২২ জুন জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের অফিসে আওয়ামী লীগের সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতাদের বৈঠকে যুবলীগ এবং স্বেচ্ছাসেবক লীগের মধ্যকার বিরোধ প্রকাশ্য রূপ নিয়েছে। ওই বৈঠকের এক পর্যায়ে প্রসঙ্গক্রমে জাহাঙ্গীর কবির নানক ও আফম বাহাউদ্দিন নাছিম পরস্পরের সঙ্গে বাহাসে জড়িয়ে পড়েন। আওয়ামী লীগের মুখপাত্র সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা ঝুঁকি থাকায় দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভা পল্টন থেকে সরিয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজনের কথা বললে সহযোগী সংগঠনের নেতারা বিস্মিত হন। এ সময় আফম বাহাউদ্দিন নাছিম বলে ওঠেন, ভয় পেলে চলবে না। এর জবাবে যুবলীগ চেয়ারম্যান এবং স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভয় পাননি। তবে তাকে বাঁচাতে হবে। আফম বাহাউদ্দিন নাছিম পাল্টা বলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রীর ভয় পাওয়ার কথা বলেন নি। আতংক না ছড়ানোর কথা বলেছেন। এ সময় যুবলীগ ও স্বেচ্ছাসেবক লীগের মধ্যকার বিরোধের চিত্র প্রকাশ পায়।
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম গোয়েন্দা তথ্যের উদ্ধৃতি দিয়ে তাদের জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা ঝুঁকি আরো বেড়েছে। সেই সঙ্গে যে কোন মুহূর্তে দেশে বড় ধরনের নাশকতামূলক হামলা কিংবা অন্তর্ঘাতমূলক ঘটনারও আশংকা করা হচ্ছে। এ কারণেই আলোচনা সভার স্থান বদল করা হয়েছে। কিন্তু আফম বাহাউদ্দিন নাছিমসহ সহযোগী সংগঠনের শীর্ষ নেতারা প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভার স্থান পরিবর্তনের সিদ্ধান্তের সঙ্গে একমত হতে পারেন নি। তাদের দৃষ্টিতে, আওয়ামী লীগ এখন সরকারে। আর প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব সরকারের। তারপরেও প্রধানমন্ত্রী নিরাপত্তা ঝুঁকিতে থাকলে এর দায় কার? তারা গোয়েন্দা সংস্থার তথ্য নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন। তার মতে, আওয়ামী লীগ সরকারে আছে। তবে কি সরকার প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ?

–নিজস্ব প্রতিবেদক